বাংলাদেশ সরকারের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত পণ্যের উপর উচ্চহারে কর চাই

উপস্থাপক:

অধ্যাপক আবুল বারকাত, *পিএইচডি*

প্রধান উপদেষ্টা (সম্মানীয়)

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)

Email: info@hdrc-bd.com, hdrc.bd@gmail.com

www.hdrc-bd.com

সংবাদ সম্মেলন

০২ জুন ২০১৪ (১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১)

স্থান: বেস্ট ওয়েস্টার্ন লা ভিঞ্চি হোটেল, ঢাকা

সকাল: ১১:০০

আয়োজনে

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো-ফ্রি কিডস (সিটিএফকে)

উপস্থিত সাংবাদিক বোন ও ভাইয়েরা,

হিউম্যান ডেভলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (HDRC) ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো-ফ্রি কিডস (CTFK) আয়োজিত "তামাকের অর্থনীতি ও তামাক-কর" সম্পর্কিত এই প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সুধীবৃন্দ,

আমাদের দেশে তামাকজাত পণ্যের ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান ব্যবহার সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দেশের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংশ্লিষ্ট এই বিষয়ে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (HDRC) প্রায় ১০ বছর ধরে গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। সেই সাথে হিউম্যান ডেভলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (HDRC) ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো-ফ্রি কিডস (CTFK) যৌথভাবে তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় সংসদ ও সরকারসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানে জন-অবহিতকরণ কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন ধরণের এডভোকেসি কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমানোর ক্ষেত্রে প্রধানত কর ও মূল্য বিষয়ক নানা দিক আমাদের গবেষণায় উঠে এসেছে যা এককথায় জনস্বাস্থ্যের জন্য ভীতিকর। এর পরিপ্রেক্ষিতে জনস্বাস্থ্যের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার স্বার্থে তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমিয়ে আনতে আসন্ন ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত পণ্যের উপর উচ্চহারে কর আরোপ সংক্রান্ত কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

সুপ্রিয় সংবাদকর্মী ভাই ও বোনেরা,

প্রথমেই বলা উচিত যে, আমাদের দেশে তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার ও তার প্রভাব মহামারী আকার ধারণ করেছে। ১৫ কোটি মানুষের আমাদের এই দেশে এখন বছরে প্রায় ৯,০০০ কোটি শলাকা সিগারেট এবং কমপক্ষে ৫,০০০ কোটি শলাকা বিড়ি উৎপাদন হচ্ছে; আর ধোঁয়াবিহীন-চিবিয়ে-খাওয়ার তামাকজাত পণ্যের আদৌ কোনো হিসাব কেউই জানেন কি না সন্দেহ।

এখন দেশের প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যার (যাদের বয়স ১৫ বছর বা তার'চে বেশি) ৪৩% ধোঁয়াযুক্ত এবং/অথবা ধোঁয়াবিহীন–সিগারেট, বিড়ি, হুক্কা, জর্দা, সাদপাতা, গুল, খৈনি– তামাকজাত পণ্য ব্যবহার করেন। আমাদের দেশে তামাকজাত পণ্য ব্যবহারের এই হার পৃথিবীতে সর্বোচ্চ হারের কাছাকাছি। বর্তমানে দেশে প্রতি বছর ধূমপায়ী ও ধোঁয়াবিহীন-চিবিয়ে-খাওয়া তামাকসহ সব ধরণের তামাকজাত পণ্যের ব্যবহারকরীদের ৮০-৯০ হাজার জন মানুষ তামাকজনিত রোগে অকালে মারা যান। এছাড়াও, তামাকজাত পণ্য ব্যবহারের কারণে বছরে কমপক্ষে ৪ লক্ষ মানুষ পঙ্গুত্বের শিকার হন। তামাকজাত পণ্য ব্যবহারের আর্থিক ক্ষতি বাংলাদেশের জিডিপির কমপক্ষে প্রায় ৩% এর সমপরিমাণ। অন্যদিকে, তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা ব্যয় –এই খাত থেকে অর্জিত সরকারি রাজস্ব আয়ের দ্বিগুণেরও বেশি। তামাকজাত পণ্যের ব্যবহারে আর্থিক ক্ষতির (economic costs) চেয়ে সামাজিক ক্ষতি (social costs) বেশি বৈ কম নয়।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

উল্লেখ করা জরুরি যে, ২০০৯-১০ সালের পর থেকে তামাক উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, যেমন ১৯৮০ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে তামাক চাষের আওতায় জমি বেড়েছে ৪ গুণ (৪৫ হাজার হেক্টর থেকে ১ লাখ ৬৮ হাজার হেক্টর)। আমরা কি আমাদের জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে উন্নত দেশের স্বার্থ সংরক্ষণে পরিবেশ বিপর্যয়কারী কাঁচামাল হিসেবে তামাক সরবরাহকারী দেশে রূপান্তরিত হচ্ছি? যখন উন্নত দেশসমূহে পরিবেশবাদীরা ক্ষতিকর তামাক উৎপাদন বন্ধ করার আন্দোলন জোরদার করছেন ঠিক তখনই আমরা তামাক উৎপাদন বাড়াচ্ছি। এসব নিঃসন্দেহে একদিকে নয়া-উপনিবেশবাদের লক্ষণ আর অন্যদিকে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ।

বাংলাদেশে তামাকজাত পণ্যের প্রকৃত মূল্য পৃথিবীর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে কম। পৃথিবীতে বাংলাদেশেই সিগারেটের দাম সবচেয়ে কম, বিড়ির দাম আরও কম। গত কয়েক বছর ধরে অন্যান্য পণ্যের তুলনায় সিগারেটের 'প্রকৃত মূল্য' ক্রমাগত কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে মানুষের গড় প্রকৃত আয়, ফলে তামাকজাত পণ্য বেশি বেশি পরিমাণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার আওতায় চলে আসছে। এটাকে "তামাকের রাজনীতি" বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমানোর লক্ষ্যে রাষ্ট্র হিসেবে আমরা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রণীত (২০০৩) ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (FCTC) স্বাক্ষর করেছি। আমরা যা স্বাক্ষর করেছি তা মেনে তামাকের উপর উচ্চহারে কর আরোপ করলে বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবন বাঁচবে। তামাকের ব্যবহার কমানোর সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো তামাকজাত পণ্যের উপর এমনভাবে কর আরোপ করা যাতে একদিকে সরকারের রাজস্ব আয় আর অন্যদিকে এসব পণ্যের মূল্য নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পায়। সিগারেটের উপর কর বৃদ্ধির ফলে যে মূল্যবৃদ্ধি হবে তা তরুণদের ধূমপান শুরু করা থেকে বিরত রাখবে এবং বর্তমান ধূমপায়ীদের সিগারেট সেবন ছেড়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করবে। তামাকজাত পণ্যের উপর উচ্চহারে কর আরোপ সরকারের রাজস্ব আয় নিশ্চিতভাবে এখনকার তুলনায় অনেক বাড়াবে।

বাংলাদেশে তামাকজাত পণ্যের উপর বিদ্যমান কর কাঠামোটি জটিল। এটাও তামাকের রাজনীতির অনুষঙ্গ। জটিল এই কর কাঠামো –কর ফাঁকি দেয়ায় সহায়তা করে। সিগারেটের ক্ষেত্রে চার মূল্যস্তর ভিত্তিক কাঠামো, ভিন্ন ভিন্ন মূল্যস্তরের উপর ভিন্ন ভিন্ন হারে শতাংশ হিসেবে (এড ভ্যালোরেম) কর, ভ্যাট ও করারোপের জটিল ভিত্তি ইত্যাদি তামাকপণ্যের কর কাঠামোকে অত্যন্ত জটিল করে তুলেছে। আমাদের দেশে সস্তা ব্র্যাণ্ডের সিগারেটের উপর করের পরিমাণ অনেক কম; আর বিড়ির উপর ধার্য কর অত্যন্ত কম এবং তা কেবল সরকার-নির্দিষ্ট কৃত্রিম 'ট্যারিফভ্যালু'র উপর প্রযোজ্য। এই জটিল কর কাঠামোর সুবিধা পাচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো আর বঞ্চিত হচ্ছে সরকার।

বিভিন্ন ব্রান্ডের সিগারেটের উপর এখন বিভিন্ন হারে যে সম্পূরক শুল্ক (এক্সাইজ ট্যাক্স) নির্ধারণ করা আছে (৬১%. ৫৯%, ৫৬%, ৩৯%– যথাক্রমে চার মূল্যস্তরের প্রিমিয়াম থেকে সর্বনিম্ন ব্রান্ড)– তাতে প্রকৃত গড় সম্পূরক শুল্ক দাঁড়ায় মাত্র ৫০% (সাথে আছে ১৫% ভ্যাট)। এই অবস্থা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে যৌক্তিক হবে বিদ্যমান চার মূল্যস্তর ভিত্তিক কর কাঠামো বাতিল করে (অর্থাৎ সিগারেট মানে সিগারেটই –তার আবার চার ধরণের মূল্যস্তর ভিত্তিক কর কাঠামো কেনো?) তথাকথিত ব্রান্ড নির্বিশেষে সব ধরণের সিগারেটের প্রতি ১০ শলাকার প্যাকেটের উপর ৩৪ টাকা হারে একক কর (স্পেসিফিক ট্যাক্স) আরোপ করা করা হলে সিগারেটের উপর এক্সাইজ ট্যাক্সের (সম্পূরক শুল্ক) পরিমাণ হবে গড়পড়তা খুচরা মূল্যের আনুমানিক ৭০% (যা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার FCTC মান্য করার সাথে প্রায় সঙ্গতিপূর্ণ হবে)। আর বিড়ির ক্ষেত্রে প্রতি ২৫ শলাকার প্যাকেটের খুচরা মূল্যের উপর ৪.৯৫ টাকা হারে সম্পূরক শুল্ক (খুচরা মূল্যের ৪০%) আরোপসহ প্রচলিত ভ্যাট আরোপ করা হলে তা হবে খুচরা মূল্যের ৭০%।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

এতক্ষণ তামাকজাত পণ্যের কর-সংশ্লিষ্ট যা বললাম সেই হারে কর আরোপ করা হলে যা ঘটবে তা হলো নিম্নরূপ:

প্রায় ৭০ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক সিগারেট সেবনকারী এবং ৩৪ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক বিড়ি সেবনকারী ধূমপান ছেড়ে দেবেন। ৭১ লক্ষ তরুণ সিগারেট এবং ৩৫ লক্ষ তরুণ বিড়ি সেবন শুরু করা থেকে বিরত থাকবেন। বর্তমান মোট ১৫ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে সিগারেটের কারণে ৬০ লক্ষ এবং বিড়ির কারণে ২৪ লক্ষ অকালমৃত্যু রোধ করা যাবে (ভবিষ্যতের জনসংখ্যা হিসেব করলে চিত্রটি হবে ভিন্ন)। এছাড়াও, সরকার সিগারেট থেকে ১ হাজার ৫০০ কোটি ও বিড়ি থেকে ৭২০ কোটি টাকা বাড়তি (অতিরিক্ত) রাজস্ব আহরণ করতে পারবেন। উল্লেখ্য, আমাদের এই হিসেবের মধ্যে ধোঁয়াবিহীন চিবিয়ে খাওয়া-মুখের মধ্যে রাখা তামাকজাত পণ্য অন্তর্ভূক্ত করা হলে অকালমৃত্যু রোধের সম্ভাবনা ও সরকারের কর-রাজস্ব আয় আরো অনেক বাড়বে। তামাকজাত পণ্যের কর-রাজস্ব আয়ের এই বৃদ্ধি মানসম্মত শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে সরকারী ব্যয় আরো বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। যার ফলে, জাতীয় জীবন-সমৃদ্ধি বাড়বে। আবার এসবের ফলে ভবিষতে তামাকজাত পণ্য ব্যবহার-উদ্ভূত অসুস্থতা ব্যয় ব্যক্তি ও সরকার উভয় পর্যায়ে কমবে।

সুপ্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তামাকের উপর আমাদের দীর্ঘ গবেষণার ফলাফল, তামাক-মহামারী রোধ ও দেশের মানুষের জীবন-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আসন্ন ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত পণ্যের উপর উচ্চহারে কর আরোপের জন্য আমাদের সুনির্দিষ্ট **সুপারিশ ও পরামর্শ সমূহ** আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

সুপারিশ ও পরামর্শ সমূহঃ

১. সিগারেটের উপর প্রচলিত চার স্তর বিশিষ্ট জটিল মূল্যস্তর ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে।

২. সব ধরণের সিগারেটের উপর একই হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হলে সিগারেটের মূল্য উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে এবং ধূমপানের হার কমবে।

৩. বিড়ির উপর উচ্চহারে একক সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হলে বিড়ির মূল্য উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে এবং বিড়ি সেবনের হার কমবে।

৪. সব ধরণের তামাকজাত পণ্যের উপর সিগারেটের সমপরিমাণ কর আরোপ করা হলে এসব দ্রব্যের ব্যবহার কমবে।

৫. সকল তামাকজাত পণ্যের উপর কর এমন হারে বৃদ্ধি করতে হবে যাতে সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ খুচরা মূল্যের কমপক্ষে ৭০% হয়।

৬. প্রতি বছরে স্পেসিফিক এক্সাইজ ট্যাক্স এমন ভাবে সমন্বিত করা প্রয়োজন যাতে প্রকৃত মূল্য না কমে এবং তা যেন সবসময় কমপক্ষে একই থাকে।

৭. প্রতি বছর তামাকজাত পণ্যের উপর এক্সাইজ ট্যাক্স এমন ভাবে সমন্বয় করা দরকার যেন আয়ের সাথে তামাকজাত পণ্যের মূল্যহার সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং যাতে মানুষের তামাকজাত পণ্যের ক্রয় ক্ষমতা কমে।

৮. সিগারেট-বিড়িসহ সব ধরণের তামাকজাত পণ্যের প্যাকেটের কমপক্ষে ৫০% প্রধান দৃশ্যমান অংশে (prinicpal display area) স্পষ্টভাবে এসব পণ্য ব্যবহারের ক্ষতির প্রভাব সম্বলিত সংবিধিবদ্ধ সতর্ক বার্তা ছবিসহ যেন নিশ্চিতভাবে প্রদর্শিত হয়। সেই সাথে তামাকজাত পণ্যের প্রতিটি প্যাকেটে এবং/অথবা কৌটায় যেন টার ও নিকোটিনের পরিমাণ স্পষ্ট লেখা থাকে।

৯. তামাকের কর ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে; আইনের প্রয়োগের উন্নয়ন ঘটাতে হবে; এবং কর ফাঁকি রোধে শুল্কমুক্ত তামাকজাত পণ্যের বিক্রয় বন্ধ করতে হবে।

১০. তামাক থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের একটি অংশ জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নসহ তামাক নিয়ন্ত্রণে ব্যয় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আমাদের হিসেবে সিগারেট এবং বিড়ি থেকে বছরে যে বাড়তি ২ হাজার ২২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় হবে তা দিয়ে বছরে ১২ হাজার বিদ্যালয় এমপিওভুক্ত করা সম্ভব।

প্রিয় সংবাদিক বন্ধুগণ,

তামাকের অপ-রাজনীতি থেকে এদেশের মানুষ মুক্তি চাই, কারণ দেশের ৮১% মানুষ তামাকের উপরে উচ্চহারে কর আরোপ সমর্থন করেন (গ্যাটস, ২০০৯)। তা ছাড়া তামাকজাত পণ্যের ভোগ হ্রাস পেলে সুযোগ ব্যয়ের (opportunity costs) নিরিখে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষসহ নারীরা তুলনামূলক বেশি উপকৃত হবেন, কারণ দরিদ্ররা হ্রাস পাওয়া নিট খরচের বড় অংশের সুবিধা পাবেন –দারিদ্র্য হ্রাসেরও এ এক কৌশল হিসেবে গণ্য করা উচিত।

তামাকের উপর উচ্চ কর মানে হলো: কম ধূমপায়ী; তামাকজাত পণ্যের কম ব্যবহারকারী; কম মৃত্যু; দীর্ঘ সুস্থ আয়ু; সকলের নিশ্চিত সুস্বাস্থ্য ও নিশ্চিত জন-সমৃদ্ধি।

প্রিয় সংবাদিক বন্ধুগণ,

আসন্ন বাজেটে তামাকজাত পণ্যের উপর উচ্চহারে কর আরোপের প্রস্তাবনাসহ আমাদের গবেষণালব্ধ সুপারিশ সমূহ জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও জনগণের জীবন-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আপনাদের গণমাধ্যমে সরকারের বিবেচনার জন্য ও জনগণের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরবেন। দেশের কল্যাণে, দেশের মানুষের স্বার্থে, জন-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আপনাদের কাছে আমাদের এ প্রত্যাশা অমূলক নয়, অযৌক্তিক নয়, নয় তা কোনো অবাস্তব প্রস্তাবনা।

বন্ধুগণ,

আপনাদের সবাইকে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (HDRC) ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো-ফ্রি কিডস (CTFK) -এর পক্ষ থেকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

আপনারা সবাই ভাল থাকুন।

পরিবার-পরিজন-নিকটজনসহ আপনারা সবাই দীর্ঘায়ু হোন, সুস্থ থাকুন।